পবিত্র কোরআনে হযরত লুত (আ:) ও তার কওমের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত লুত (আ:) ও তার কওমের ঘটনা-৩"**

বর্তমান যে এলাকাটিকে ট্রান্সজর্দান (**Trans Jordan**) (**شرق أردن**) বলা হয়, সেখনেই ছিল লুত জাতির বাসস্থান। ইরাক ও ফিলিস্তানের মধ্যবর্তী স্থানে এলাকাটি অবস্থিত। বাইবেলে সাদুমকে (Sadom) এ জাতির কেন্দ্রস্থল বলা হয়েছে। মৃত সাগরের (Dead Sea) নিকটবর্তী কোথাও এর অবস্থান ছিল। তালমুদে বলা হয়েছে, সাদূম ছাড়া তাদের আরো চারটি বড় বড় শহর ছিল। এ শহরগুলোর মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ এমনি শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগধ ও বিমোহিত করতো। কিন্তু আজ এ জাতির নাম নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে এটি লুত সাগর নামে পরিচিত।

হযরত লুত (আ:) ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ:) আর ভাইপো। তিনি চাচার সাথে ইরাক থেকে বের হন এবং কিছুকাল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসরে সফর করে দাওয়াত ও তবলীগের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে রিসালতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে এ পথভ্রষ্ট জাতিটির সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হন। সামুদবাসীদের সাথে সম্ভবত তার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তাদেরকে তার সম্প্রদায় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।এ জাতির অনেক নৈতিক অপরাধ ছিল, তার মধ্যে সমকামিতার উল্লেখ বিশেষভাবে আল কুরআনে করা হয়েছে। পুরুষে পুরুষে সমকামিতার অপরাধের কারণে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়। তারা এই জঘন্য অসৎকর্মের মধ্যে এতদুর ডুবে গিয়েছিল যে, সংশোধনের সামান্যতম আওয়াজ তাদের সহ্যের বাইরে। এ ধরনের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং তাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়. পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কোন মামলা রাসূল (স:) এর কাছে আসে নি। তাই শাস্তি কিভাবে দিতে হবে অকাট্যভাবে চিহ্নিত হতে পারে নি। শাস্তি সম্পর্কে সাহাবা (রা:) ও ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত:

اقتلو الفا عل والمفعول به

এ অপরাধী ও যার সাথে সে অপরাধ করেছে তাদের উভয়কে হত্যা করো।

أحصناأولم يحصنأ

বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক।

فأر جموالا علي الاسفل

ওপরের এবং নিচের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করো। ইমাম আবু হানিফা (রা:) আর মোতে, এ অপরাধের কোন দন্ডবিধি নির্ধারিত নেই। বরং সরকার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষণীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ملعون من أتي المراة في دبر ها

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাৎদেশে যৌনসঙ্গম করে সে অভিশপ্ত।

আল্লাহর ও রাসূলের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে জীবন-যাপন করা তথা সমস্ত কার্য সম্পাদন করা মুমিনদের কর্তব্য। অন্যথায় কঠিন শাস্তি।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> সূরাঃ আশ-শুআরা

১. লুতের কওমও রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

লূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৬০)

২. স্মরণ করো, তাদের ভাই লুত তাদের বলেছিল, তোমরা কি সতর্ক হবে না।

যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না ? (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৬১)

৩. আমি তোমাদের প্রতি একজন বিস্বস্থ রাসূল।

আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৬২)

৪. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য করো।

অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৬৩)

৫. তোমাদের সতর্ক করার এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদানের দায়িত্ব রাব্বুল আলামিনের।

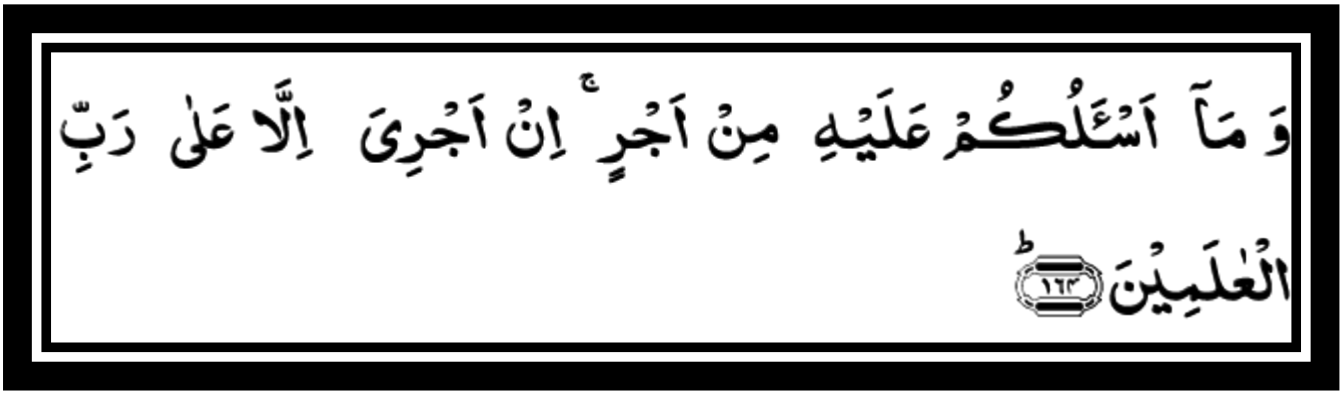
وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾

আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৬৪)

৬. জগতের মধ্যে তোমরাই পুরুষদের সাথে যৌনকর্ম করছো।

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾

বিশ্বজগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৬৫)

৭. আর তোমরা বর্জন করছো তোমাদের স্ত্রীদের. যাদেরকে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা এক চরম সীমালঙ্ঘনকারী কওম।

وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ
عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾

এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগনকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৬৬)

৮. জবাবে তারা বলেছিল, হে লুত, তুমি যদি তোমার এ কাজ থেকে বিরত না হও, তাহলে অবশ্যই তোমাকে এ দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে।

তারা বলল, হে লূত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিস্কৃত করা হবে। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৬৭)

৯. লুত বলেছিল আমি তোমাদের এ কাজকে অবশ্যই ঘৃণা করি।

লূত বললেন, আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৬৮)

১০. হে আমার প্রভু, আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে তাদের এ কর্মকান্ড থেকে রক্ষা করো।

হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।
(সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৬৯)

১১. ফলে আমরা তাকে এবং তার পরিবারের সবাইকে নাজাত দিয়েছিলাম।

অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৭০)

১২. এক বৃদ্ধাকে ছাড়া সে হয়েছিল অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৭১)

১৩. তারপর বাকি সবাইকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

এরপর অন্যদেরকে ধ্বংস করলাম। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৭২)

১৪. আমরা তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম এক চূড়ান্ত বর্ষণ। যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্যে যা বর্ষণ ছিল কতো যে নিকৃষ্ট।

তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীতি-প্রদর্শিত দের জন্যে এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৭৩)

১৫. এর মধ্যেও রয়েছে একটি নিদর্শন। আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিল না।

নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৭৪)

১৬. তোমার প্রভু, নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশীল, অতীব দয়াবান।

নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৭৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> সূরাঃ আন-নামল

১৭. স্মরণ করো লুতের কথা। সে তার কওমকে বলেছিল, তোমরা জেনে শুনে কেন ফাহেশা কাজ করছো?

স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছো ! (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৫৪)

১৮. তোমরা যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্যে নারীর পরিবর্তে পুরুষ গমন করছো? তোমরা তো এক চরম জাহেল সম্প্রদায়।

তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়।
(সূরাঃ আন-নামল ২৭:৫৫)

১৯. জবাবে তার কওম কেবল এ কথাই বলেছিল, লুতের অনুসারীদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। তারা বড় পবিত্র থাকতে চাইছে।

উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাকপবিত্র সাজতে চায়। (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৫৬)

২০. ফলে আমরা নাজাত দিয়েছিলাম তাকে ও তার পরিবারবর্গকে তার স্ত্রীকে ছাড়া। তাকে আমরা ধংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলাম।

অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৫৭)

২১. আমরা তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম ভয়ংকর পাথর বর্ষণ। যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের প্রতি বর্ষণ ছিলো কতো যে নিকৃষ্ট।

আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম মুষলধারে বৃষ্টি। সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্নক ছিল সে বৃষ্টি। (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৫৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

২২. বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর তার মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ, নাকি ওরা যাদেরকে তার সাথে শরীক করে তারা? (অবশ্যই আল্লাহ)

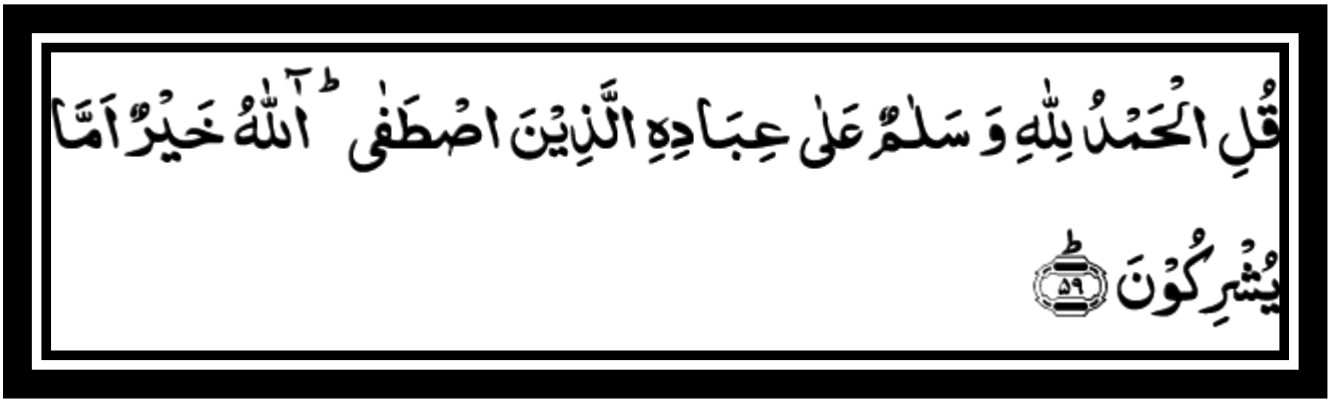

বলো, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ না ওরা-তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৫৯)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা শিরকমুক্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করি। শিরক বড় পাপ কাজ। আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। যদি তওবা করে শিরক থেকে ফিরে আসে, তবে আশা করা যায় আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/